দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...AUG. ... 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

38

মহিলা শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে

বরিশালে বেসরকারি স্কুলগুলো বিপাকে

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ সকল বেসরকারি হাইস্কুলে ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষককে বাধ্যতামূলক করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন সিদ্ধান্তকে মানবাধিকার ও নারী সংগঠনগুলো স্বাগত জানালেও বেসরকারি হাইস্কুলগুলো শিক্ষক নিয়োগ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছে।

পূর্বে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ১০ ভাগ আসনে মহিলা শিক্ষকের নিয়োগ বাধ্যতামূলক ছিল। অবশ্য অনেক বিদ্যালয়ই তা মেনে চলেনি। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগকে বাধ্যতামূলক করেছে। শুধু তাই নয় সরকারের সিদ্ধান্ত অমান্য করে কোন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করলে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের বেতনের সরকারি অংশ দেয়া হবে না বলে শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

বহু সংখ্যক বেসরকারি হাইস্কুল ইতোপূর্বে শিক্ষক নিয়োগের সময় 'ডোনেশন' নিত। কিন্তু বর্তমান নিয়ম অনুসরণ করতে গিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ 'ডোনেশন' প্রাপ্তির আশা ছেড়ে দিয়েও প্রয়োজনীয় মহিলা শিক্ষক সংগ্রহ করতে পারছে না। গার্লস স্কুলগুলো বাদ দিলে বরিশাল বিভাগের বেসরকারি হাই-স্কুলগুলোর শতকরা ৯০ ভাগেই ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নেই। অথচ বহু সংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। শূন্যপদের বেশিরভাগই হচ্ছে ইংরেজি, বিজ্ঞান, আরবী, ইসলামী শিক্ষা ইত্যাদি। কোন কোন স্কুলে প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদও শূন্য রয়েছে। কিন্তু এসব শূন্য পদে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বা শিক্ষাসম্পন্ন মহিলা শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। স্কুলগুলো পুনঃবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেও আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না।

অন্যদিকে যেসব স্কুল ডোনেশন নিয়ে চাকরি দিয়ে পরে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চাকরি বৈধ করে নিত তাও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন সিদ্ধান্তে বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন সিদ্ধান্তে উষ্মা প্রকাশ করছেন। কিন্তু মানবাধিকার ও নারী সংগঠনের কর্মীরা মনে করছেন প্রথমদিকে কিছুদিন মহিলা শিক্ষক প্রাপ্তিতে সমস্যা দেখা দিলেও ক্রমশঃ এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ সকল কর্মীরা মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিল করারও আহ্বান জানিয়েছেন।